মুজিবনগরে জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ফ্যাসিবাদি ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, অভ্যুত্থানের শক্তি নাগরিক, আহত ও শহীদ পরিবারের সাথে তরুণ নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত-জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা (মুজিবনগর রাইজিং) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর জেলা জাতীয় নাগরিক কমিটির আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক আশিক রাব্বির সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, জাতীয় নাগরিক কমিটির মাহমুদুল হাসান।

অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সংগঠক নাঈম আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হাসনাত জামান সৈকত, সমাপনী বক্তব্য রাখেন জাতীয় নাগরিক কমিটি কেন্দ্রীয় সদস্য শাকিল আহমেদ।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তামিম ইকবাল, আরিফ খান, তুষার, আমির হামজা, শাওন শেখ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি।

মুজিবনগরে জেলা বিএনপি’র আনন্দ মিছিল ও গণসংযোগ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নব নির্বাচিত সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল ইসলাম ও যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে মুজিবনগরে একটি গণসংযোগ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেল ৩ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার

কেদারগঞ্জ থেকে এ আনন্দ মিছিল ও গণসংযোগ কার্যক্রম শুরু করেন তারা।

নেতৃত্বস্থানীয়দের সাথে স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা গণসংযোগে অংশ নেন এবং জেলা বিএনপির নব নির্বাচিত সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদকে শুভেচ্ছা জানান।

এসময় জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন সাতু, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, পিপি আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, সদর থানা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহ্বায়ক এডভোকেট নজরুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনিসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাতের আধারে বাড়ির দরজায় গিয়ে কম্বল দিলেন ইউএনও

মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের ফাহিমা খাতুন(৪০)। গতকাল সোমবার রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ঠিক সাড়ে ৯ টার দিকে কে যেন তার দরজায় কড়া নাড়ছে। ভয়ে সে অনেকটায় জড়সড়। রাতে কেউ তাকে ডাকার কথা নয়। তারপরও শীতের রাতে অনেকটায় আতঙ্ক নিয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলেই সে হতবাক। তার সামনে মাথায় টুপি, গায়ে জ্যাকেট জড়িয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রয়েছে কম্বল। সে প্রথমে চিনতে পারেনি। টানা টানা কন্ঠে বলে উঠনে কারা আপনারা।

সাথে সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলে আমি আপনাদের উপজেলার ইউএনও। আপনি রাতে শীতে কষ্ট করেন তাই আপনাকে শীতের কম্বল দিতে আসলাম। এর পরেই ফাহিমা খাতুনের হাতে একটি কম্বল তুলে দেন ইউএনও। কম্বল পেয়ে চোখে পানি চলে আসে ফাহিমা খাতুনের। এমন ভাবে ইউএনও তার বাড়িতে আসবে কখনো ভাবিনি সে। হঠাৎ ইউএনও কে বাসায় পেয়ে

বলছিলেন তার কষ্টের কথা।

শুধু ফাহিমাই নয়, শত বর্ষ বয়সী করিমন নেছা, বেদেপল্লী , ভিক্ষুক সহ আরো অনেক অসহায় ব্যাক্তিদের বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে শীতের কম্বল দিচ্ছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

এছাড়া গাড়িতে করে যেতে যেতে রাস্তায় চলাফেরা করা পাগল দেখলেও সাথে সাথে গাড়ি থেকে নেমে তাদের গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি। এতে করে পাগলেরাও খুশি হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

প্রচন্ড শীতের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া কম্বল সঙ্গে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম বাড়িতে গিয়ে নিজের হাতে কম্বল গায়ে জড়িয়ে দেন শীতার্তদের। রাস্তার পাশে, প্রত্যন্ত গ্রামের প্রকৃত অসহায় ও শীতার্ত মানুষদের খুঁজে খুঁজে কম্বল দেন তিনি।

এ সময় তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনেন। এবং যাদের বেশি প্রয়োজন এমন গরিব দুস্থদের হাতে কম্বল তুলে দেন তিনি। তীব্র শীতের মধ্যে কখনও এসব গ্রামে হেঁটে যান আবার কিছুদূর গাড়িতে যান ইউএনও।

কম্বল পেয়ে করিমন নেছা বলেন, এই শীতে কেউ কোনো খোঁজ না নিলেও ইউএনও নিজে এসে কম্বল দিয়েছেন। কম্বল পেয়ে আমি অনেক খুশি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম বলেন, গতকাল রাতে বেদেপল্লী, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো পাগলসহ প্রায় ৫০টি পরিবারের দরজায় ঘুরে ঘুরে কম্বল দিয়েছি। এছাড়া উপজেলার কিছু মাদ্রাসায় ১৫০ টি মত কম্বল দিয়েছি।
পর্যায়ক্রমে এভাবেই খুজে খুজে অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে আমরা কম্বল বিতরন করবো।

তিনি আরও বলেন, এই শীতে গরিব, দুঃখী মানুষ খুব অসহায়। সবার উচিত এসব অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্রদের পাশে এসে দাঁড়ানো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা লাল্টু মিয়া ও ছাত্র প্রতিনিধি সাওন হোসেন।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট। বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা।

আজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে।

বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধা সাড়ে ছয়টা থেকে গীর্জায় প্রার্থনা, আনন্দ ফুর্তি, নাচ গান এবং গোশালা গুলো উদ্বোধণ করা হবে এবং আগামীকাল বুধবার থেকে বল্লভপুর খেলার মাঠে ১শত বছরের ঐতিহ্য ৭দিন ব্যাপি আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বড় দিনের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন, প্রশাসনের পাশাপাশি চার্চ ও মেলা কমিটিও নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব ব্যবস্হা গ্রহন করেছে।

বল্লভপুর প্যারিস ইম্মানূয়েল চার্চের পুরোহিত রেভারেন্ট মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, জানান যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন শুভবড়দিন উপলক্ষে ইম্মানূয়েল চার্চের নিয়ন্ত্রনাধীন চার্চগুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। গীর্জাগুলো বর্ণীল সাজে সাজানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৮ টার সময় খ্রিষ্ঠযাগ এর মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে এবারের শুভ বড়দিনের মনসুর মুক্তিদাতার জন্মগ্রহণে বাক্য

মাংসে মূর্তিমান।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য ভবের পাড়া গ্রামের সিবাস্তিন মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন এবং খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সহ সকল ধর্মালম্বীর মানুষ আমাদের সাথে সর্বাত্তক সহযোগীতা করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম বলেন বড়দিন উপলক্ষে সরকারি সহায়তা হিসাবে উপজেলার ১৭টি চার্চ কে ৫ শত কেজি করে ঘরে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহিত সকল অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, বড়দিন উপলক্ষে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করার জন্য তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা গ্রহন করা হয়েছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন।

উপজেলার প্রত্যেকটি গীর্জায় সার্বক্ষনিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশের টিম কাজ করে যাবে। প্রতিবারের ন্যায় সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা

নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাসিক সাধারন সভায় উপস্থিত নিজ নিজ দপ্তরের কার্যকম তুলে ধরেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিকেল অফিসার সুরাইয়া শারমিন পুষ্প, উপজেলা প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার খালিদ হোসেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা শাহজাহান আলী, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ফজলে রাব্বি, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: হারেছুল আবেদ, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি খায়রুল বাশার। এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের অফিসারবৃন্দ তাদের নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম বলেন যে উপজেলা পরিষদের সমস্ত সেবা গুলি আমরা দিচ্ছি তা যেন স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ হয়। যারা সমাজে কাজ করছে তাদের সমন্বয়ে কাজগুলো করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।

মুজিবনগরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সভা

গ্রাম আদালতের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার লক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রাম আদালত সক্রিয়করনের তৃতীয় পর্যায় প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শাকিলুজ্জামানের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার সুরাইয়া শারমিন পুষ্প, উপজেলা জনস্বাস্থ পৌকশলী জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।

এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের অফিসারবৃন্দ ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান অংশ নেন।

সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয় করতে ইউপি চেয়ারম্যান গনদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে বলেন। যাতে করে ন্যায় ও সুষ্ঠু বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উচ্চ আদালতে মামলার জট কমে। কমিটির সদস্যগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে গ্রাম আদালতের প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে দেশ- আমিরুল ইসলাম

বিএনপির নেতাকর্মীকে সুসংগঠিত করে ধানের শীষকে বিজয়ী করার জন্য আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনি দল গোছাবেন না, ধানের শীষ কি এমনি এমনি হবে। আওয়ামীলীগ ওত পেতে বসে আছে আর জামায়াত দোয়া মন্ত্র যা দরকার বিএনপির মধ্যে ঢোকাচ্ছে সবাধান হতে হবে। আগে দল গোছাতে হবে। পাঁচ তারিখের বিএনপি আর পাঁচ তারিখের আগের বিএনপি আলাদা। পাঁচ তারিখের আগের বিএনপির কিছুটা স্থিতিশীল ছিল। আপনি চাঁদাবাজি অন্যায় অত্যাচার করলে কিছুটা মাপ পেতেন।

পাঁচ তারিখের পরে রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে আপনি ছাত্র-জনতার রক্তক্ষরণের এদেশ ব্যবহার করবেন, চাঁদাবাজি করবেন, লুটপাট করবেন, ড্রোন ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন। যাচাই-বাছাই

করা হয়েছে, আমরা পাঁচ তারিখের পরে পরীক্ষায় পাশ করেছি। সেই কারণে আজকে আমাদের দল গোছানোর দায়িত্ব দিয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর রেস্ট হাউসে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে, মেহেরপুর জেলা বিএনপির নবগঠিত আহবায়ক কমিটির নেতৃত্বে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি কে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষে কর্মী সভায় এসব কথা বলেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম আহবায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

নবগঠিত আহবায়ক কমিটির কর্মী সভায় মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি) শামসুজ্জোহা।

বক্তব্য রাখেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারন সম্পাদক নাহিদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির অন্যতম নেতা সাদী মাষ্টার, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির অন্যতম নেতা হাফিজুল ইসলাম মাস্টার, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক রায়হানুল কবির, কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুর সবুর, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম। এ সময় দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির বিপুল সংখ্যাক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার ২ বহনকারী পলাতক

মুজিবনগরে মাদকবিরোধী অভিযানে ১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ এ সময় ফেন্সিডিয়াল ফেলে পালিয়ে যায় দুই মাদক ব্যবসায়ী।

শনিবার রাত ৯ টার সময় জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশ

থেকে এসব ফেনসিডিল আটক করা হয়।

পুলিশের এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থানার জয়পুর মোড়োতলা বিলের দিক থেকে আনন্দবাস গ্রামের দিকে কতিপয় মাদক ব্যবসায়ি মাদকদ্রব্য ফেনসিডিল নিয়ে যাচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ এর নির্দেশে এসআই উত্তম কুমার সংগীয় ফোর্স পিএসআই সাইফুল ইসলাম, এএআই (ইলিয়াস হোসেন, কং হেলাল উদ্দিন, কং বিপ্লব হোসন শনিবার রাত ৯ টার দিকে জয়পুর গ্রামের জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উত্তরে জনৈক সেন্টুর পুকুরের পাশে গোপনে অবস্থান করে।

কিছুক্ষণ পরে দুইজন লোক হাতে করে দুইটি প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে পুলিশের নিকটবর্তী রাস্তার উপর পৌছামাত্র পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালানোর সময় পুলিশ তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আসামী উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের (পূর্বপাড়া) মৃত সদর মোল্লার ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৫) এবং আনন্দবাস খ্রিষ্টানপাড়ার আরশাদ আলীর ছেলে সেলিম (৩৭) ২ টি প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলে দৌড়ে পালিয়ে পালিয়ে যায়।আসামীদের ফেলে যাওয়া ০২ (দুই) টি বাজার করা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে রক্ষিত সর্বমোট (২৫+২৫)= ৫০ (পঞ্চাশ) বোতল অবৈধ মাদক দ্রব্য ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, পলাতক আসামীদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে আসামীরা এলাকার চিহ্নিত ও পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তারা পরস্পর যোগসাজসে ও সহায়তায় ফেন্সিডিল সহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য নিজ হেফাজতে রেখে এলাকায় বিক্রয় করে যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে।

পলাতক আসামীদের বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবৈধ মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল হেফাজতে রেখে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) এর ১৪(খ) ধারার অপরাধ করেছে। পলাতক আসামীদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরের জমি সংক্রান্তের জের ৩ জন আহত: আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্তের জের ধরে খুন করার উদ্দেশ্যে হাসুয়ার কোপে তিনজনকে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের হেকমত আলীর ছেলে মিয়ানুল ইসলাম (৫০), আসাদুল ইসলাম (৫৮), হাবিবুর রহমান (৪৭) কে গুরুতর জখম। এ সময় স্থানীয় ও পরিবারের লোকেরা উদ্ধার মুজিবনগর সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করে।

পরে এ ঘটনায় আহত ব্যক্তির ভাই অষ্টমুল ইসলাম বাদী হয়ে আমানুল ইসলাম আমানকে এক নম্বর আসামি করে ১৭ জনের নামে মুজিবনগর থানায় মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করেন।

বাকী আসামীরা হলেন, বিশ্বনাথপুর গ্রামের মৃত আজেহারের ছেলে রবি (৫০), আশা (৫১), মৃত গকুলের ছেলে মোঃ মান্নান (৪২), মোঃ আল আমিন (২৫), মোঃ আমানুল ইসলাম (আমান), মোঃ কিতাব (৫৫), মোঃ জিনারুল (৫৭), মোঃ ইজারুল (৫২), মোঃ আবুল হোসেন (৬০), আবুল হোসেনের ছেলে নাজমুল (৪০), আয়ূবের ছেলে মোঃ ফরিদুল ইসলাম (৪৮), দাউদ মালের ছেলে মোঃ ইদ্রিস (৬০), মোঃ বাদশা (৪৫), কাশেমের ছেলে মোঃ হাবিবুর (২৫), হায়াতের ছেলে মোঃ ভাষান (৩৫), মৃত; ইমান আলীর ছেলে মোঃ মহত আলী (৬০) ও মহত আলীর ছেলে মোঃ মতি (৩৮)।

পরে আজ শনিবার সকালে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামিদের মধ্যে আবুল হোসেন ও হাবিবুর রহমানকে আটক করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বাদি এজাহারে উল্লেখ করেন, আমাদের সাথে আসামী পক্ষের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ থাকায় শনিবার ভোর রাতে আমরা কয় ভাই ফজরের নামাজ পড়তে গেলে আমাদের খুন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথপুর কদম তলায় লাঠি, দা, হাসুয়া নিয়ে আসামীরা অবস্থান করেন। এমন সময় মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরে তারা আমার ভাই হাবিবুর রহমানকে দেখতে পেলে আমানুল ইসলাম (আমান) আমার ভাইকে হাসোয়া দিয়ে কোপ মারতে গেলে হাত দিয়ে হাসোয়া ঠেকানোর সময় তার হাতে কোপ লাগে। এ সময় তার বাকি সঙ্গীরা আমার ভাইদের উপর লাঠি দিয়ে এলোপাতরি মারপিট

শুরু করে। এতে করে আমার তিন ভাই গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, মারপিটের ঘটনায় ১৭ জনের নামে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা দুজনকে আটক করেছি। বাকি আসামীদের ও দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।